সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন প্রধান উপদেষ্টা

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস আজ বুধবার (১১ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন।

বুধবার দুপুরে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম সংবাদমাধ্যমকে এ তথ্য জানিয়েছেন।

প্রধান উপদেষ্টার ভাষণ বিটিভি, বিটিভি ওয়ার্ল্ড ও বিটিভি চট্টগ্রাম কেন্দ্র থেকে একযোগে সম্প্রচার করা হবে।

উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীদের টানা আন্দোলনের মুখে গত ৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে দেশত্যাগ করেন শেখ হাসিনা। এরপর ৬ আগস্ট বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে তিন বাহিনীর প্রধান ও ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কদের বৈঠকে ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান করে দেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এরপর গত ৯ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নেন ড. ইউনূস।

শপথ নেওয়ার পর জাতির উদ্দেশে ভাষণে ড. ইউনূস বলেন, ‘প্রতিটি প্রতিষ্ঠান ও তার সদস্যরা নিজ নিজ কর্তব্য পালন করার মাধ্যমে দ্বিতীয় স্বাধীনতাকে উপভোগ করবেন। দেশকে গৌরবের শীর্ষে নিয়ে যাবেন।’

তিনি আরও বলেন, ‘নিষ্ঠুর স্বৈরাচারী সরকার দূর হয়ে গেছে। কাল সূর্য উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্রের, সুবিচারের, মানবাধিকারের, নির্ভয়ে মতপ্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা দল-মত নির্বিশেষ সবাই উপভোগ করবে- এটাই আমাদের লক্ষ্য।’

সূত্র: কালবেলা

অপকর্ম বন্ধ ও ভূয়া সমন্বয়ক চিহ্নিত করতে মাঠে নেমেছে বৈশম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়করা

সারাদেশে চাঁদাবাজি, দূর্ণীতি’ দখলদারিত্ব বন্ধসহ ভূয়া সমন্বয়ক চিহ্নিত করতে মাঠে নেমেছে বৈশম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা।

আজ মঙ্গলবার (১০ সেপ্টেম্বর) দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ হলরুমে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় বক্তব্য দেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক ওয়াহিদ উজ জামান।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কেরা আজ মঙ্গলবার (১০ সেপ্টেম্বর) পৃথক সময়ে মেহেরপুরে পৃথক পৃথক মতবিনিময় সভা করেন।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক ওয়াহিদ উজ জামান শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, ৫ তারিখের পর সারাদেশে ভূয়া সমন্বয়ক সেজে নানা ধরনের অপকর্মে লিপ্ত রয়েছে এক শ্রেণীর ছাত্র। অভিযোগ উঠেছে, দেশে আগের মতোই কিছু স্বার্থন্বেশী মানুষ নিজেদের স্বার্থগুলো হাসিলের উদ্দেশ্যে নানা অপকর্ম করে বেড়াচ্ছে। ফ্যাসিস্ট সরকার বিতাড়িত হলেও তাদের পেতাত্মারা ভর করেছে তাদের মাঝে।
এসব অপকর্ম যাতে কেউ করতে না পারে সেই লক্ষে প্রতিটি জেলায় গিয়ে শিক্ষার্থী ও নাগরিকদের সচেতন করা হচ্ছে।

তিনি বলেন, ২০২৪-এর গণঅভ্যুত্থানে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করেছি। কিন্তু অভ্যুত্থানপরবর্তীকালে কিছু দুর্ঘটনা ঘটেছে। আমরা শিক্ষার্থীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে যেভাবে আন্দোলন করেছি, ঠিক তেমনিভাবেই এখনো আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ থেকে রাষ্ট্র সংস্কার ও মেরামত করতে হবে।’ আগামীতে কেমন বাংলাদেশ দেখতে চান, সেই বিষয়গুলো সাধারণ মানুষের কাছ থেকে জানার চেষ্টা করা হচ্ছে

মতবিনিময় সভা থেকে।
তিনি বলেন, আমাদের দেড় হাজার ভাই ও বোনের রক্তের বিনিময় যে নতুন বাংলাদেশে পেয়েছি। সেই বাংলাদেশে বিনির্মানে সাধারণ মানুষের ভূমিকা অপরিসীম। দেশের ৬৪ জেলার মানুষের চিন্তাধার মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। সেই ভিন্ন চিন্তাগুলো একজায়গায় করা হচ্ছে। নতুন বাংলাদেশ বিনির্মানে তাদের ভূমিকা থাকবে সবার শীর্ষে।

তিনি বলেন, স্বেরাচার বিরোধী আন্দোলন করতে গিয়ে সারাদেশে আহত ও নিহত শিক্ষার্থীদের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে। চিকিৎসা থেকে শুরু করে তাদের পরিবারের চাহিদাগুলোও জানার চেষ্টা চলছে।

তিনি বলেন, শহীদদের জন্য একটি ফান্ড তৈরির চিন্তা করছে সরকার। তাদের চিকিৎসার পাশাপাশি আহত ও নিহতদের পরিবারের স্বজনদের চাকুরি দেওয়ার মাধ্যমে তাদের পরিবারে স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হবে।

সারাদেশে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, নিজেকে সমন্বয়ক পরিচয় দিয়ে অপকর্ম করার কোন সুযোগ নেয়। দ্রুত জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হবে। দেশে প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারনে কমিটি দিতে বিলম্ব হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন,‘সংস্কার না হওয়া পর্যন্ত অন্তর্বরতীকালীন সরকারকে সময় দিতে হবে।

সমন্বয়কের দলটি সকালে মেহেরপুর সরকারী কলেজ শিক্ষার্থীদের সাথে মতবিনিময় করেন। পরে তারা সদর উপজেলা পরিষদ হলরুমে, জেলা প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহীনি, রাজনিতিবিদ, জেলার বিভিন্ন অফিসের কর্মকর্তা ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় করেন।

জেলা প্রশাসক শামীম হাসান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আহসান খান, জেলা জামায়াতের আমির মাও. তাজউদ্দীন খান, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, ইসলামি আন্দালনের জেলা আমীর মাওলানা আব্দুল কাদেরসহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

পরে বিকেলে সাড়ে ৪ টার দিকে ডঃ শহীদ সাসুজ্জোহা পার্কে শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের সাথে মিলিত হন সমন্বয়করা। নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে তাদের ভূমিকা কি হবে, কেমন বাংলাদেশে দেখত চান তার উপর নানা ধরনের পরামর্শ নেন তারা।

এসময় সমন্বয়ক দলের সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আকরাম হোসেন রাজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আশরেফা খাতুন, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবু বক্কর খান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ফরহানা ফারিনা, ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থী মঈনুল ইসলাম, বদরুন্নেছা কলেজের শিক্ষার্থী জান্নাত, এনইউ বির শিক্ষার্থী তৌহিদ ইসলাম শুভ, ডিআই ইউ এর শিক্ষার্থী মোঃ বাবু খান, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বিশ্বজিৎ দত্ত উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ব্যথিত সাংস্কৃতিক কর্মী ও শিল্পীদের প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে অর্থ প্রদান

মেহেরপুরে ব্যথিত সাংস্কৃতিক কর্মী ও শিল্পীদের উদ্যোগে প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

আজ সোমবার (৯ সেপ্টেম্বর) মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল, হিসাব নং ০১০৭৩৩৩০০৪০৯৩ তে মেহেরপুর সোনালী ব্যাংক শাখা হতে ৬০,২১২/-(ষাট হাজার দুইশত বারো টাকা) জমা প্রদান করা হয়।

মেহেরপুরের সাংস্কৃতিক কর্মীদের পক্ষে বলা হয়েছে আমরা কয়েকজন ব্যথিত সাংস্কৃতিক কর্মী ও শিল্পীর এই ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে ‘পথ কনসার্ট’ কর্মসূচি আয়োজন করি। এই কর্মসূচি থেকে আমরা পাঁচটি স্থানে আমাদের সংগ্রহিত অর্থ যা মুজিবনগরের কেদারগঞ্জ ও কোমরপুর বাজারে ১৯,১০০+৬,৫১০, মেহেরপুরের আমঝুপি বাজার এবং শহরে ৭০০৫+১১,০৪০ ও গাংনী বাজার ১৬,৫৫৭= সর্বমোট ৬০,২১২ টাকা উত্তোলন করি। যা আজেকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল, হিসাব নং ০১০৭৩৩৩০০৪০৯৩ তে মেহেরপুর সোনালী ব্যাংক শাখা হতে

উত্তোলনকৃত টাকা জমা প্রদান করেছি।

এ পথ কনসার্ট কর্মসূচিতে সার্বিক ভাবে কাজ করেন অরণি থিয়েটারের সভাপতি ও অরণি চিলড্রেন্স থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা নিশান সাবের, চ্যানেল আই ক্ষুদে গানরাজ প্রতিযোগিতার শিল্পী উদয়, শিল্পী ও কী-বোর্ড বাদক ওস্তাদ নান্টু সরকার, সাউন্ড সার্ভিস সহায়তা/ সাউন্ড ভিশন ফিরোজ, অক্টোপ্যাড বাদক আশিক, সংগীত শিল্পী পাপিয়া, জেসমিন, নাজেরা, আরিফ, লাইলী, কানন ও সুলতানা টনি।

পদত্যাগ করল আউয়াল কমিশন

পদত্যাগ ঘোষণা দিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়ালসহ পাঁচ কমিশনার। বৃহস্পতিবার বেলা ১২টায় সংবাদ সম্মেলনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল কমিশন পদত্যাগ করেন।

কমিশনের অন্য চার সদস্য হলেন-অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আহসান হাবিব খান, অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ রাশেদা সুলতানা, অবসরপ্রাপ্ত জ্যেষ্ঠ সচিব মো. আলমগীর ও আনিছুর রহমান।

সংবাদ সম্মেলন শেষে ইসি সদস্যরা রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করতে যাবেন বলেও জানা গেছে।

২০২২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি দেশের ১৩ তম সিইসি হিসেবে নিয়োগ পান সাবেক আমলা কাজী হাবিবুল আউয়াল। এই কমিশনের অধীনে গত ৭ জানুয়ারির দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন হয়। এছাড়া এই কমিশনের অধীনে স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন নির্বাচন ও উপ নির্বাচন হয়।

সূত্র: ইত্তেফাক

দাম কমলো জ্বালানি তেলের

দেশের বাজারে সব ধরনের জ্বালানি তেলের দাম কমালো অর্ন্তবর্তীকালীন সরকার। আজ শনিবার (৩১ আগস্ট) অন্তর্বর্তী সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান এ খবর জানিয়েছেন।

এদিন বেলা ১১টার দিকে খুলনার খালিশপুরে অবস্থিত নির্মাণাধীন রুপসা ৮০০ মেগাওয়াট পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্প পরিদর্শনের আগে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ‘আজ রাত ১২টা থেকে নতুন দাম কার্যকর হবে।’

জ্বালানি উপদেষ্টা জানান, ডিজেলের দাম ১০৬.৭৫ টাকা থেকে ১.২৫ টাকা কমিয়ে ১০৫.২৫ টাকা, অকটেনের দাম ১৩১ টাকা থেকে ৬ টাকা কমিয়ে ১২৫ টাকা এবং পেট্রোলের দাম ১২৭ টাকা থেকে ৬ টাকা কমিয়ে ১২১ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

এদিকে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দেওয়া সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, বিশ্ববাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্বয়ংক্রিয় ফর্মুলার আলোকে প্রতিমাসে জ্বালানি তেলের মূল্য সমন্বয়ের ধারাবাহিকতায় ভোক্তা পর্যায়ে ডিজেল ও কেরোসিনের বর্তমান বিক্রয়মূল্য লিটারপ্রতি ১০৬ দশমিক ৭৫ টাকা থেকে ১ দশমিক ২৫ টাকা কমিয়ে ডিজেল ১০৫ দশমিক ৫০ টাকা ও কেরোসিন ১০৫ দশমিক ৫০ টাকা করা হয়েছে। একইসঙ্গে পেট্রোলের বর্তমান মূল্য ১২৭ টাকা থেকে ছয় টাকা কমিয়ে ১২১ টাকা এবং অকটেনের মূল্য ১৩১ টাকা থেকে ছয় টাকা কমিয়ে ১২৫ টাকা পুনর্নির্ধারণ বা সমন্বয় করা হয়েছে।

পুনর্নির্ধারিত বা সমন্বয়কৃত এই মূল্য ১ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর বলে জানানো হয়েছে। ইতোমধ্যে এই সংক্রান্ত গ্যাজেটও প্রকাশিত হয়েছে।

উচ্চ মূল্যস্ফৃীতি নিয়ন্ত্রণে বিপিসি মুনাফা কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে অর্ন্তবর্তীকালীন সরকার। ফলে সেপ্টেম্বর থেকে গ্রাহকরা কমমূল্যে বাজারে জ্বালানি তেল কিনতে পারবেন।

নতুন মন্ত্রিপরিষদ সচিব হচ্ছেন শেখ আব্দুর রশীদ

নতুন মন্ত্রিপরিষদ সচিব হচ্ছেন ড. শেখ আব্দুর রশীদ। তিনি বর্তমানে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে সিনিয়র সচিব হিসেবে কাজ করছেন।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, বর্তমান মন্ত্রিপরিষদ সচিব মো. মাহবুব হোসেনের চুক্তি বাতিল করে আব্দুর রশীদকে মন্ত্রিপরিষদের সচিব হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। দুএক দিনের মধ্যে তাকে নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

এর আগে ড. শেখ আব্দুর রশীদকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব হিসেবে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।

তারও আগে গত ১৩ আগস্ট পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) চেয়ারম্যান পদ থেকে ড. এম খায়রুল হোসেন পদত্যাগ করায় নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ পেয়েছিলেন ড. শেখ আব্দুর রশীদ।

জানা গেছে, আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে অতিরিক্ত সচিব থেকে অবসরে যান তিনি। অতিরিক্ত সচিবের দায়িত্বে থেকে অবসরে যাওয়া এই কর্মকর্তা বিসিএস ৮২ ব্যাচের কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি তার ব্যাচে ফার্স্ট হয়েছিলেন।

সূত্র: কালবেলা

অনূর্ধ্ব-২০ সাফের চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ

সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপে গ্রুপ পর্বের ম্যাচে নেপালের কাছে ২-১ গোলে হেরেছিল বাংলাদেশ। তাই কিছু শঙ্কা থাকলেও ফাইনালে

মাঠে লড়াইয়ে স্বাগতিকদের বিপক্ষে একক আধিপত্য বিস্তার ছিল লাল-সবুজের প্রতিনিধিদের।

শিরোপা জয়ের লড়াইয়ে মিরাজুল ইসলামের জোড়া গোলে আয়োজক নেপালকে ৪-১ ব্যবধানে হারিয়ে প্রথমবারের মতো সাফ অনূর্ধ্ব-২০ চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা জিতেছে বাংলাদেশ। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পাশাপাশি গ্রুপ পর্বে হারের প্রতিশোধও নিল মিরাজুল-আসিফরা।

বুধবার (২৮ আগস্ট) রাজধানী কাঠমান্ডুর কাছে আনফা কমপ্লেক্সের গ্যালারি ছিল নেপালি সমর্থকে ভর্তি। তবে মাঠের পারফরম্যান্স আর কোচ মারুফল হকের কৌশলের কাছে পেরে ওঠেনি স্বাগতিকরা।

মিরাজুল ইসলামের দুই এবং রাব্বি হোসেন ও পিয়াস আহমেদের একটি করে গোলে প্রথমবারের মতো সাফ অনূর্ধ্ব–২০ চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপার স্বাদ পায় বাংলাদেশ। এর আগ বয়সভিত্তিক সাফের সাম্ভব্য সবগুলো ট্রফি জেতা হলেও ধরা দিচ্ছিল না অনূর্ধ্ব-২০-এর শিরোপা। তবে এবার দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন বাংলাদেশের যুবারা।

গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ২-০ গোলের জয়ের পর নেপালের কাছে ২-১ ব্যবধানে হেরে যায় লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা। এতে গ্রুপ রানার্স আপ হয়ে খেলে সেমিফাইনালে।

এর আগে ২০২২ সালের ফাইনালে ভারতের কাছে হেরে শিরোপা বঞ্চিত হয় বাংলাদেশ। এবার তাদের টাইব্রেকে হারিয়ে শিরোপার মঞ্চে জায়গা করে নেয় মারুফুল হকে শিষ্যরা।

আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে জমে ওঠে ম্যাচ। ৮ মিনিটে কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়তে হয় বাংলাদেশের গোলকিপার মোহাম্মদ আসিফ হোসেনকে। নিরাজন ধামীর দুরপাল্লার শট অনেকটা লাফিয়ে ওঠে কোনো মতে দলকে রক্ষা করেন তিনি। এরপর কয়েক দফা আক্রমণ করে গোল আদায় করতে পারেনি নেপালিরা। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের শেষ দিকে মিরাজুরের দৃষ্টিনন্দন ফ্রি-গোলে বদলে যায় ম্যাচের দৃশ্যপট।

বাংলাদেশ নম্বর টেনের বুলেট গতির শট আটকানো কোনো সুযোগ পাননি নেপালের গোলকিপার জয়রথ শিখ। দ্বিতীয়ার্ধে ৫৫ মিনিটে গোল ব্যবধান দ্বিগুণ হয় বাংলাদেশের। বাঁদিক থেকে লং পাসে দূরের পোস্টে থাকা আসাদুল মোল্লাকে পাস দেন আসাদুল ইসলাম সাকিব।

আসাদুল হেডে পাস দেন মিরাজুলকে। সেই হেড দিয়েই লক্ষ্যভেদ করেন এই ফরোয়ার্ড। এতে জেতেন টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার। ৭০ মিনিটে তৃতীয় গোল পেলে জয় অনেকেটা নিশ্চিত হয়ে যায় বাংলাদেশের। মিরাজুলের ছোট পাস ধরে দলতে ৩-০ গোলে এগিয়ে নেন রাব্বী হোসেন রাহুল।

১০ মিনিট পর নেপালের হয়ে এক গোল পরিশোধ করেন সমীর। যোগ করা সময়ের পঞ্চম মিনিটে রাব্বীর আড়াআড়ি পাসে গোলপোস্টে শট নোভা। নেপালের ডিফেন্ডার ক্লিয়ার করলেও, আগেই পেরিয়ে গোল গোললাইন। এতে ৪-১ গোলে নিশ্চিত হয় বাংলাদেশের শিরোপা জয়।

সূত্র: কালবেলা

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনসহ ১৬৩ জন আসামি

মেহেরপুরে সন্ত্রাস দমন আইনে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, ভগ্নিপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, ভাই সরফরাজ হোসেন মৃদুল, সহযোগী আমাম হোসেন মিলুসহ ১৬৩ জনের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের হয়েছে।

বুধবার মেহেরপুরের সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থী রাশিদুল ইসলাম বাদি হয়ে এ মামলা দায়ের করেন।

মামলাটি আমলে নিয়ে ট্রাইব্যুনালের বিজ্ঞ বিচারক মঞ্জুরুল ইমাম মেহেরপুর সদর থানাকে এফআইআরের নির্দেশ দেন।
মামলার এজাহারে জানা গেছে, গত ৫ আগষ্ট সকাল ১১ টা থেকে সাড়ে ১১টা পর্যন্ত শহরের বড়বাজার মোড় ও কলেজ মোড়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের ব্যানারে ছাত্র ও জনগণ শান্তিপূর্ণভাবে তাদের অবস্থান কর্মসূচী পালন কালে সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রীর নির্দেশে আসামীগণ অজ্ঞাত আরো ৫০/৬০ জন অবৈধ অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীরা পূর্বপরিকল্পিত ভাবে ধারালো রামদা, কিরিচ, লোহার রড, ছোরা,

চাকু, ডেগার, বাশের লাঠি সহ অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র ভয়ভিতি, খুন, জখম করিবার উদ্দেশ্যে মটর সাইকেলে চড়ে মহড়া দিতে দিতে উপস্থিত হয়। তখন আন্দোলনরত বৈষম্য বিরোধী ছাত্র ও তাদের অভিভাবক এবং জনসাধারণ ভিতি সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং আসামীদের হামলায় এদিক—সেদিক ছোটাছুটি করাকালীন আসামীরা ছাত্র ও উপস্থিত জনতাকে খুন—জখমের হুমিক প্রদান করে।

মামলার অন্য আসামিরা হলেন— বুড়িপোতা ইউপি চেয়ারম্যান শাহজামাল, শ্যামপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মতিউর রহমান মতি, বারাদি ইউপি চেয়ারম্যান ও মোমিনুল ইসলাম, জেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি সাজ্জাদুল আনাম সাজেদুল, জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, শহর আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আক্কাস আলী, মেহেরপুর পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহাফুজুর রহমান রিটন, আওয়ামী লীগ নেতা উপপ্রচার সম্পাদক মিজানুর রহমান হিরণ, মোনাখালী ইউপি চেয়ারম্যান মফিজুর রহমান, ২ নম্বর ওয়ার্ড আব্দুল্লাহ আল মামুন, স্টেডিয়াম পাড়ার আনারুল ইসলাম, রাশেদ লতিফ, সাবেক ছাত্রলীগ নেতা মাহফুজুর রহমান পোলেন, ভুমি অফিস পাড়ার তুফান, মো: আবু, অঙ্কুর, ঘোষপাড়ার আতাউর রহমান, বলিয়ারপুরের স্বপন, জুয়েল, রফিকুল, বেল্টু, টুঙ্গি গ্রামের শরিফ, খোকসা শেখ পাড়ার আনারুল,কদর আলী, সাজ্জাদ, দিঘীরপাড়ার আতিয়ার রহমান, খলিলুর রহমান, হাশেম আলী, ভেটা, মনিরুল, রানা, পিয়াদাপাড়ার চপল, বোসপাড়ার মো: মতি, বাধন খান, থানা রোডের মেজবাহ, তাহের ক্লিনিক পাড়ার মো: আরিফ, মালোপাড়ার মো: অনিক, পুরাতন পোস্ট অফিস পাড়ার জুয়েল, গোরস্থানপাড়ার মো: বাবুল, পিরোজপুরের তোফা মোল্লা, নাসির উদ্দিন, সাধন, লুতফর রহমান, বাহার গজারি, মিঠুন, মো: সোহাগ, বকুল, মো: আদম মেম্বার, বলিয়াপুর গ্রামের মো: সাত্তার, মো: আবদুল্লাহ, মোস্তফা, ইজারুল, মসলেম, মো: সুমন, আনারুল, ডাবলু, বাবলু, ইসরাফিল, সানি, আতিয়ার, ইসরাফিল, ওয়াদুদ, পঁচা, মিয়ারুল ইসলাম পড়–, পঁচা, আজাহার আলী, জাহাঙ্গীর, সরোয়ার, সাইদুল, জুয়েল, জুয়েল, সোহেল, আলাই, আখের, মন্টু, শরিফুল, ইসরাফিল, সাজাহান, উজ্জল, লালন, সেলিম, সাহাবুল, টুটুল, মুন্তাজ, শফিকুল, সালাম, হাকিম, মন্টু, শাহিন, কালাম, লিজন, জুয়েল, লাল, কালু, আজি, হাফি, কুদ্দুস, শরিফুল, মুকুল, মইদুল, হাসান,রিপন, ফজল, খালেক, শহিদুল মাস্টার, কালু, কালূ মেম্বার, পশ্চিম সিংহাটি গ্রামের মো: আলা, যুগিন্দা গ্রামের মো: রাকিব, পাটকেল পোতার আনারুল মাস্টার, বারাদি কলোনিপাড়ার মামুন, বর্শিবাড়িয়ার মকবুল, জুয়েল, মো: লিটন,

রাজনগর গ্রামের মো: মুক্তি, মো: ওলি, কলাইডাঙ্গা গ্রামের নাইস, চাঁদপুর গ্রামের লিটন, আমঝুপি ইউনিয়ের প্রয়াত চেয়ারম্যানের ছেলে সেলিম রেজা, আমঝুপি শহিদুল ইসলাম সাগর, আনিছুর রহমান, সোহেল রানা সবুজ, মতিয়ার রহমান, সামসুজ্জামান, আলফাজ হোসেন, মো: টুটুল, আলমগীর হোসেন, আবু লায়েছ, মো: চানা, নতুন মদনাডাঙ্গার মো: সোহাগ, ইসলামনগর গ্রামের কাশেম মেম্বার, নুরপুরের সুমন, ফতেপুর গ্রামের মিলন, বামনপাড়ার আব্দুল আউয়াল, ফারুক, লিটন, ২ নম্বর ওয়ার্ড মালোপাড়ার বোরহান, রকি, নতুন দরবেশপুরের টনিক বিশ^◌াস, মোনাখালীর আঙ্গুর, দক্ষিণ শালিকার কালাম।

মামলার বাদি পক্ষের আইনজীবী মারুফ আহমেদ বিজন বলেন, মামলাটি আমলা নিয়ে বিজ্ঞ বিচারক সদর থানাকে এফআইআরের নির্দেশ দিয়েছেন।

দামুড়হুদায় জাতীয় কবি কাজী নজরুলের ৪৮ তম প্রয়াণ দিবস পালন

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাডাঙ্গায় ২৭ শে আগষ্ট মঙ্গলবার (১২ ই ভাদ্র বাংলা) জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪৮ তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে স্মৃতি বিজড়িত আটচালা ঘর চত্বরে কবীর স্মৃতি স্তম্ভে সকাল সাড়ে ১০ টায় পুষ্প মাল্য অর্পণ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা। আটচালা ঘর মালিক প্রকৃতি বিশ্বাস বকুল,মধু বিশ্বাস, আপেল হোসেন, উসমান গনি প্রমুখ। দোয়া পরিচালনা করেন মাও: নুরুল আমিন।

নজরুল স্মৃতি বিজরিত আটচালা ঘর মালিক প্রকৃতি বিশ্বাস বকুল তিনি কবি নজরুল ইসলামের কার্পাসডাঙ্গায় আগমনের ইতিহাস বর্ণনা করে বলেন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম তরুণ বয়সে অনেকবার এসেছেন

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার সীমান্তবর্তী জনপদ কার্পাসডাঙ্গায়। তার স্মৃতিবিজড়িত খড়ের আটচালা ঘরটি এখনো সাক্ষী হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ঘরটি বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে। কবি যে এ ঘরেই অনেক দিন-রজনি কাটিয়েছেন, সে ব্যাপারে কারও দ্বিমত বা বিতর্ক নেই। তৎকালীন দামুড়হুদা উপজেলার ভৈরব নদের তীরবর্তী কার্পাসডাঙ্গা মিশনপাড়ার সরকার পরিবার ছিল জ্ঞান-গরিমায় বেশ সম্ভ্রান্ত। এ পরিবারের সন্তান শ্রী মহিম সরকার চাকরির সুবাদে থাকতেন কলকাতায়। কলকতা আমহার্স্ট স্ট্রিটে তিনি সপরিবারে বসবাস করতেন। মহিম সরকারের সঙ্গে কবি কাজী নজরুল ইসলামের খুবই সখ্য ছিল। তার বাড়িতে কবির আসা-যাওয়া ছিল আপনজনের মতো। তার দুই মেয়ে আভা রানি সরকার ও শিউলী রানি সরকার নজরুলগীতি চর্চা করতেন। তাদের গানের তালিম দিতেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম নিজে। পরবর্তীতে আভা রানি সরকারের গানের রেকর্ডও বের হয়। প্রখ্যাত লেখক ড. আশরাফ সিদ্দিকী অনুসন্ধান করে নজরুলের কথা ও সুরে আভা রানি সরকারের ছয়টি গানের রেকর্ড-তথ্য পান।

একাধিক তথ্যসূত্রে জানা যায়, মহিম সরকারের পারিবারিক আমন্ত্রণে একাধিকবার কবি নজরুল কার্পাসডাঙ্গায় এসেছেন। তবে ১৯২৬ সালে ২৭ বছর বয়সে কবি সপরিবারে এখানে বেড়াতে আসেন। এ সময় প্রায় দুই মাস কার্পাসডাঙ্গায় অবস্থান করেন। তার সঙ্গে এসেছিলেন শাশুড়ি গিরিবালা, স্ত্রী প্রমীলা ও বড় ছেলে বুলবুল। তারা কলকাতা থেকে ট্রেনযোগে দর্শনায় নেমে ছয় মাইল পথ পাড়ি দিয়ে গরুর গাড়িতে করে কার্পাসডাঙ্গায় আসেন।

বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২৩, ক্ষতিগ্রস্ত ৫৭ লাখ মানুষ

দেশের ১১ জেলায় চলমান বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ২৩ জনে দাঁড়িয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ৫৭ লাখ ১ হাজার ২০৪ জন। আজ সোমবার বন্যার সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. কামরুল হাসান।

এ সময় সচিব জানান, ফেনী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, নোয়াখালী, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সিলেট, লক্ষ্মীপুর ও কক্সবাজার- মোট ১১ জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়েছে। এসব এলাকার ১২ লাখ ৩৮ হাজার ৪৮টি পরিবার পানিবন্দি হয়ে পড়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৫৭ লাখ ১ হাজার ২০৪ জন। এ পর্যন্ত ২৩ জন মারা গেছেন।

দুর্গত এলাকায় ৬৪৫টি মেডিকেল টিম কাজ করছে জানিয়ে অতিরিক্ত সচিব কে এম আলী রেজা বলেন, বর্তমানে আশ্রয়কেন্দ্রে ৪ লাখ ৬৯ হাজার ৫২৩ জন রয়েছেন। দুর্গত এলাকায় ৩ কোটি ৫২ লাখ নগদ টাকা, শিশুখাদ্যের জন্য ৩৫ লাখ টাকা, পশুখাদ্যের জন্য ৩৫ লাখ টাকা, ২০ হাজার ৬৫০ মেট্রিক টন চাল, ১৫ হাজার বস্তা শুকনা খাবার বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

দুর্গত অঞ্চলগুলোর সর্বশেষ বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে তিনি বলেন, কুমিল্লা ও ফেনীতে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় পূর্বাঞ্চল এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ভারি বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা নেই। ফলে পরিস্থিতির আরও উন্নতি হবে।

সূত্র; ইত্তেফাক